পঞ্চ- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট

২০২২/২৩ – ২০২৬/২৭

উপজেলা পরিষদ, লৌহজং

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

পঞ্চ- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট

গ্রন্থস্বত্ব:

উপজেলা পরিষদ, লৌহজং উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ ।

সম্পাদনায়:

মোঃ আব্দুল আউয়াল,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
লৌহজং উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ ।

সহযোগিতায়:

কাজী রাজিব হাসান
জেলা সমন্বয়ক, মুন্সীগঞ্জ।
ইউআইসিডিপি, জাইকা।

প্রকাশক:

উপজেলা পরিষদ, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ ।

পুস্তক আকারে প্রকাশ:

অগাস্ট - ২০২২

সূচিপত্র

১. মলাট
২. মুখবন্ধ/বানী
৩.উপজেলার মানচিত্র
৪. জনসংখ্যাতাত্বিক এবং আথ-সামাজিক মৌলিক তথ্য-উপাত্ত
৫.পরিস্থিতি বিশ্লেষন
৬.বাজেটের সার-সংক্ষেপ
৭.হস্তান্তরিত প্রতিটি বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় সম্পাদিত কর্মকান্ড
৮.রূপকল্প বিবরণী
৯.খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং ফলাফল
১০.পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ফরম্যাট
১১.পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা
১২.উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

মুখবন্ধ

পরিকল্পনা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝি বর্তমান পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সুশৃঙ্খল কর্মযজ্ঞকে; যেখানে একটি কর্মকান্ড অন্য আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিকল্পনা হতে হবে প্রয়োজন ভিত্তিক, চাহিদা মাফিক ও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী। পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়বস্তু হলো বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। আধুনিক অর্থনীতিতে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে লৌহজং উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পরিষদ কর্তৃক তার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে তার তহবিলের সাথে সংগতি রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ যে কোন মেয়াদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের উন্নয়ন Sustatinable Development Goals (SDG) অর্জনে তৃণমূল পর্যায় থেকে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে খাতভিত্তিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে জনগণের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটানোর নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ও উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত ১৭ টি স্থানীয় কমিটির সুপারিশ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের গুনীজনদের মতামত এবং পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লৌহজং উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ইতোপূর্বে গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৬ অর্থ বছরের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে লৌহজং উপজেলাকে স্বনির্ভর উন্নত জনপদে রুপান্তর করা সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ওসমান গণি তালুকদার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ

সম্পাদকীয়

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পৌঁছে দেয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি অনুদান ও স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে স্থানীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

লৌহজং উপজেলা পরিষদ জাতীয় পরিকল্পনার পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। উপজেলা পরিষদে রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিতি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে স্থানীয় চাহিদা, সম্পদ ও কারিগরি দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে সমগ্র উপজেলাটিকে একক হিসেবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়।

অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত ও স্থানীয় সম্পদ সমাবেশকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের তহবিল, সরকারের অনুদান ও বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি সঠিক পরিকল্পনার আওতায় আনা হলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান সহজতর হবে এবং উন্নয়ন হবে দৃশ্যমান। উল্লিখিত বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে ও উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক লৌহজং উপজেলা পরিষদ ইতোমধ্যে ২০২২-২৬অর্থ বছরের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করে; যা পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

লৌহজং উপজেলা পরিষদের পঞ্চ-বার্ষিক, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নসহ পুস্তক আকারে প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জনকল্যাণমূখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

মোঃ আব্দুল আউয়াল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ

বাণী

লৌহজং উপজেলার পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর ২০২২-২৬অর্থ বছরের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট পুস্তক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাই লৌহজং উপজেলা পরিষদের এ ধরণের উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। দেশের আপামর জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

উপজেলা পদ্ধতি গ্রাম বাংলার তৃণমূল পর্যায়ের গণমানুষের প্রাণের দাবী। উপজেলা পরিষদ কার্যক্রম বারবার বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশীল ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯১ খ্রি. বন্ধ করে দেওয়া উপজেলা প্রথা পুনরায় চালুর উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করেন। জনকল্যাণ ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠাই এর মূল উদ্দেশ্য।

উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং জনবলকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় ব্যবহার করলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে চাহিদাভিত্তিক (Need Based) প্রকল্প গ্রহণ করে লৌহজং উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

লৌহজং উপজেলা পরিষদের পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে এবং সীমিত সম্পদ ও জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি

সংসদ সদস্য

মুন্সিগঞ্জ- ২

বাণী

লৌহজং উপজেলা পরিষদ গৃহীত ২০২২-২৬অর্থ বছরের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই উপজেলার হস্তান্তরিত-সংরক্ষিত বিভাগের পাশাপাশি পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম আরো সুশৃঙ্খল এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া বাজেট প্রণয়ন উপজেলা পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদকে একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পরিষদকে একটি জনমূখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং এর সেবা সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য পরিষদকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইতোমধ্যে লৌহজং উপজেলা পরিষদকে আরো কার্যকর, গণতান্ত্রিক, সেবামূখী ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন আশাব্যঞ্জক প্রয়াস বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে; ``Sustainable Development Goals (SDG)`` অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়সহ পরিষদের সকল সদস্য এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লৌহজং উপজেলা পরিষদের এই উদ্যোগ অন্যান্য উপজেলার জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আমি লৌহজং উপজেলা পরিষদের পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিককল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নে গৃহীত উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কাজী নাহিদ রসুল
জেলা প্রশাসক
মুন্সীগঞ্জ।

বাণী

সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন আবশ্যক। আর তা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন একটি সুষ্থ, সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে লৌহজং উপজেলা পরিষদ ২০২২-২৬অর্থ বছরের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক কর্তৃক উপজেলা পরিষদ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এ পরিকল্পনা সময়ের চাহিদাপূরণ করে এলাকার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, সমাজসেবা, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যদি দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে হয় তাহলে উপজেলা পরিষদের উন্নয়নের ধারাকে বেগবান রাখা বাঞ্চনীয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিটি খাতের উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সকল স্তরের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে সাথে নিয়ে এই পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন করা গেলে লৌহজং উপজেলা একটি আদর্শ উপজেলায় পরিনত হবে। গণতন্ত্রকে সুসংহত করে উপজেলা পরিষদকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা গেলে সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

সবশেষে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুস্তক আকারে প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন (তপন)
ভাইস চেয়ারম্যান
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ

বাণী

লৌহজং উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ইতোপূর্বে গৃহীত উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৬অর্থ বছরের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনায় তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। বইটি প্রকাশের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় একদিকে যেমন স্থানীয় জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে তেমনি উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। অত্র এলাকায় একজন নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার পক্ষ থেকে দেশবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

রিনা ইসলাম
ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ

প্রাথমিক তথ্য

ভূমিকা:

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর। জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা, অবকাঠামোগত সুযোগ, প্রশাসনিক সুবিধা ইত্যাদির নিরিখে উপজেলা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৪ সালে উপজেলা গঠিত হওয়ার পর গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯১ খ্রি: বন্ধ করে দেয়ার পর ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পর অনেকটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের সমন্বয়হীনতা, কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দ, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতার অভাব, পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ আইনের দূর্বলতা আর কেন্দ্রিয় সরকারের সুদৃষ্টির অভাবে উপজেলা পরিষদ এখনও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। লৌহজং উপজেলা পরিষদও এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তবে আশার কথা উপজেলা গর্ভণ্যান্স প্রজেক্ট এর সহায়তায় লৌহজং উপজেলা পরিষদ কাঠামোগতভাবে শক্তিশালীকরণ এবং এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এরই প্রয়াস হিসেবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নপূর্বক বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা পরিষদকে কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ।

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাজেট প্রণয়নের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

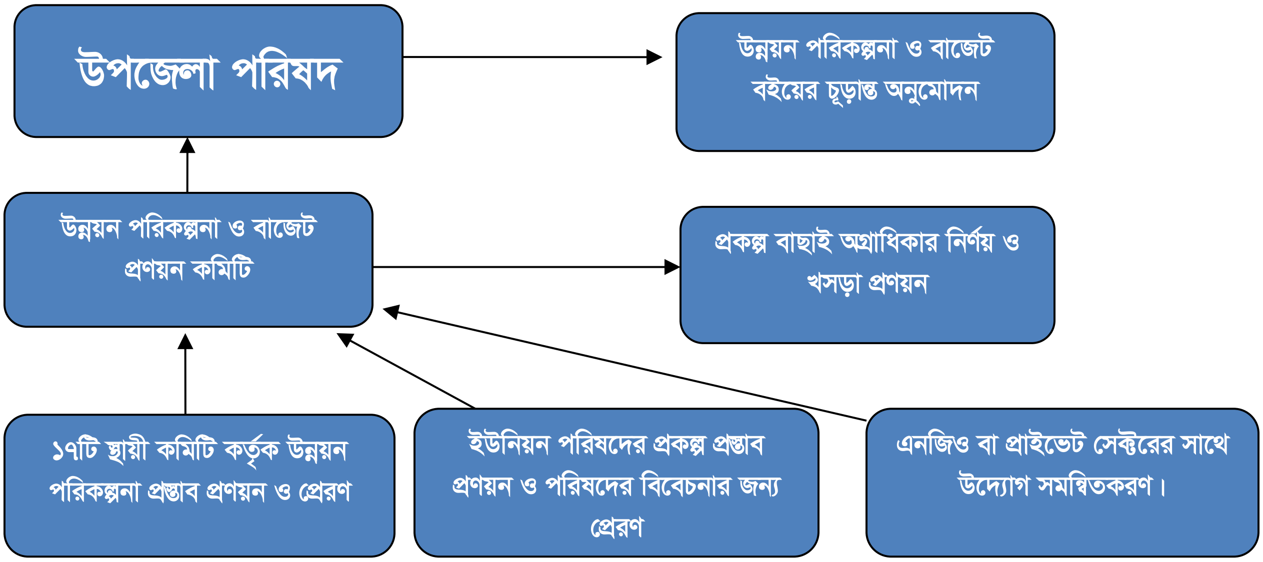

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী পরিষদ তার এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে তহবিলের সাথে সংগতি রেখে বার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং খাতভিত্তিক পরিকল্পনাকে সামঞ্জস্য করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প (ভিশন)- ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সক্রিয় বিবেচনা করে লৌহজং উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিচিতি

ভূমিকা : পরিকল্পনা বলতে বুঝায় একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক কার্যক্রম। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে স্থানীয় তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার যে লক্ষ্য স্থির করেছে তা বাস্তবায়নে আমাদের সবাইকে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় স্থানীয় পর্যায়ে লৌহজং উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়েনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। সার্বিক উন্নয়নের এর লক্ষ্যে ইউনিয়নে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করন, চাহিদা নিরুপন, ও সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সিরাজদিখান উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ের লক্ষ্যে উপজেলার সকল তথ্য সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেছে।

ভৌগলিক পরিচিতি
উত্তরে সিরাজদিখান উপজেলা, পূর্বে টংগিবাড়ী উপজেলা, পশ্চিমে শ্রীনগর উপজেলা, দক্ষিণে পদ্মা নদী।
লৌহজং উপজেলার পটভূমি

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা আয়তনের দিক দিয়ে ক্ষুদ্রতম। ১৯১৫ সনে শ্রীনগর থানা থেকে ১২ টি ইউনিয়ন যোগে লৌহজং থানা গঠিত হয়। তবে জনশ্রুতি আছে যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে এ এলাকায় বড় ধরনের যুদ্ধ হয়েছিল।যে দুটি দল সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সবাই লৌহ নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। উর্দু শব্দ জং মানে যুদ্ধ, আর বাংলা শব্দ লৌহ সমন্বয়ে যুদ্ধের নাম হয়েছিল লৌহজং। সে অনুসারে পরবর্তীতে এলাকাটির নাম লৌহজং হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।১২/১২/১৯৮২ সনে লৌহজং থানাটি উপজেলা হিসেবে উন্নিত হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

- লৌহজং উপজেলা সড়ক পথে রাজধানি ঢাকা হতে প্রায় ৫০কি.মি দুরবর্তীতে অবস্থীত।গাং চিল পরিবহন এ উপজেলার সাথে ঢাকার একমাত্র বাস যোগাযোগের মাধ্যম। ঢাকার বাবুবাজার ব্রিজের নিকট হতে ১৫ মিনিট পর পর বাস ছেড়ে আসে। বাস ভাড়া মাত্র ৭০ টাকা।

- মুন্সিগঞ্জ সদর হতে টেম্পু যোগে মুক্তারপুর ব্রিজ, মুক্তারপুর ব্রিজ হতে টেম্পু যোগে বালিগাও বাজার, অতঃপর বালিগাও বাজার হতে টেম্পু যোগে লৌহজং, এ ভাবে মুন্সিগঞ্জ এর সাথে যাতায়াত করা যায়।

- এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের ২১ টি জেলার সাথে ঢাকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম মাওয়া ফেরীঘাট। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ফেরিঘাট মাওয়া। এখানে একই সাথে তিনটি ফেরী চলাচল করে থাকে। রো রো ফেরি,ডাম্ব ফেরী এবং কে টাইপ এই তিন ধরনের ফেরী আছে। সর্বমোট ১৮ টি ফেরী এ রুটে চলাচল করে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এ ফেরী ঘাট। মাওয়া কাওরাকান্দি ও মাওয়া শরিয়তপুর রুটে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপি ফেরী চলাচল করে থাকে।

- এছাড়া স্পীডবোটের মাধ্যমে মাত্র ২০-২৫ মিনিটে পদ্মা নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ভাড়া মাত্র ১৩০ টাকা জনপ্রতি। অন্যদিকে বি আই ডাবলু টি এ কর্তৃক ছোট ছোট লঞ্চ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ১০ মিনিট পর পর কাওরাকান্দি ও শরিয়তপুর এর উদ্দেশে এসব লঞ্চ ছেড়ে যায়। মাওয়া কাওরাকান্দি রুটে ভাড়া মাত্র ৬০ টাকা। অন্যদিকে মাওয়া ফেরীঘাট পর্যটন সমৃদ্ধ একটি এলাকা। এখানে এলে উপভোগ করা যাবে পদ্মার অপার সৌন্দ্রয সৌন্দর্য ।

প্রত্যাশা: লৌহজং উপজেলার সকল স্তরের জনসাধারনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে, উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় ও কাংখিত বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়কামী আদর্শ উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

মানচিত্রে

লৌহজং উপজেলা

জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রুপরেখা		
জেলা সদর থেকে দুরত্ব	সড়ক পথে ৩০ কি.মি	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
আয়তন	২০২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
জনসংখ্যা	২,৫৯,৮৮৭ পুরুষ ১,২৭,৩৭৪ জন নারী ১,৩২,৫১৩ জন	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৭৪%	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
শিক্ষার হার	৪৯.৫%	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
থানা/পরিবার	৪৫,৪৭৫ জন	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
জনসংখ্যার ঘনত্ব		২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
গ্রামের সংখ্যা	১৪৭ টি	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
মৌজার সংখ্যা	১০২ টি	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
ইউনিয়ন সংখ্যা	১৪ টি	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
কৃষি সংক্রান্ত		২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
আবাদি জমির পরিমান :	১৭,০২৪ হেক্টর	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
এক ফসলী জমির পরিমান	৯,০৮৪ হেক্টর	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
দুই ফসলী জমির পরিমান	৩,৪৪০ হেক্টর	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
তিন ফসলী জমির পরিমনা	৩৫২ হেক্টর	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
প্রধান ফসল :	আলু, ধান, পাট ও সরিষা	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
কর্মরত এনজিও		২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
হাট-বাজার	২০	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
নদ-নদীর সংখ্যা	নদী : ০২ খাল : বিল :	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
কৃত্তিম প্রজনন কেন্দ্র	১	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
হাসপাতাল	০১ (৫০ সয্যা বিশিষ্ট)	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	১০	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
ব্যাংকের শাখা	১৬ সরকারি: বেসরকারি:	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
তহশিল অফিস	১৪	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
ডাকঘর	০১	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯২	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ	০৪	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
মাদ্ রাসা	সিনিয়র : ০১ দাখিল : ০৩ কওমী : ৩৯	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
মসজিদ	২৪৭	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
মন্দির	৫৩	২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
গির্জা		২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
ইদগাহ্		২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস

যোগাযোগ :	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর
সড়ক ও জনপদ		২০১১ সাল পর্যন্ত/উপজেলা পরিসংখ্যা অফিস
থানা ও ইউনিয়ণ পর্যায়ে রাস্তা		
পাকা রাস্তা	৬৬.৩২ কি.মি.	
অর্ধ পাকা রাস্তা	৩৫.৯৪ কি.মি.	
কাচা রাস্তা	৩৬.৬৩ কি.মি	
ব্রীজ, কালভার্ট	১৬২টি	

জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

গুরুত্বপূর্ণ আর্থ- সামাজিক তথ্য		
মাথাপিছু দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি-১)	৩.১%	বিবিএস রিপোর্ট-২০১১
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) (এসডিজি-৩)	৪.৮৭	২০২০ সাল পর্যন্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর
মাতৃ মৃত্যুহার (প্রতি লাক্ষে) (এসডিজি-৩)	১০৩.৩৭	২০২০ সাল পর্যন্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর
শিক্ষার হার (%) (এসডিজি-৪)	৫৪.৯%	২০২০ সাল পর্যন্ত উপজেলা শিক্ষা দপ্তর
উপজেলা ও ইউনিয়নে নারী সদস্য সংখ্যা (%) (এসডিজি-৫)	২৫%	২০২০ সাল পর্যন্ত
নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় খাবার পানি সেবায় ব্যবহার (%) (এসডিজি-৬)	৫৩%	MICS Report, ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)
নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় সেনিটেশন সেবার ব্যবহার (%) (এসডিজি-৬)	৮৭.৫%	MICS Report, ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)
বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি-৭)	১০০%	২০২০ সাল পর্যন্ত উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ অফিস

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

খাত	সমস্যা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা				সাম্প্রতিক, চলমান/ অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পরে বিদ্যমান অবস্থা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা (উপাজিলা পরিষদ)
	সমস্যা	অবিস্তান / এলাকা	পরিমান / বিস্ত্রিতি	কারণ			
শিক্ষা	ছাত্ররা স্কুলে যাইতে অনীহা প্রকাশ করে	উপজিলার ৮ টি ইউনিয়ন	(ছাত্র সংখ্যা) আনুমানিক : ২৫০০	শ্রেণীকক্ষে ঘাটতি / ৬০ স্কুল ভবন ঘাটতি অপর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক (১২০জন) স্কুল রোড ভাল অবস্থা নয় / ৫০কিমি রাস্তা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৫টি স্কুল ভবন নির্মাণ / সম্প্রসারিত করবে এবং ৯০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেবে। এলজিইডি ৩০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।	২৫ টি স্কুল এর প্রয়োজন আছে/ অবশিষ্ট আছে ৩০ জন শিক্ষক এর প্রশিক্ষণ অবশিষ্ট রইলো ২০ কিমি রাস্তা দুর্বল অবস্থা রইলো	অবশিষ্ট ২৫ টি স্কুল উন্নত করবে, ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেবে। অবশিষ্ট ২০ কিমি সড়ক মেরামত করবে
যোগাযোগ	ভাঙা রাস্তা ও অপর্যাপ্ত কালভার্ট এবং ব্রিজ এর অভাবে উপজিলা সদর, হাসপাতাল , বাজার ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াতে অসুবিধা হয়.	উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সংখ্যা....... আনুমানিক : ৫০০০	দুর্ঘটনাজনিত রাস্তা অবস্থা (৬৫ কিমি) ২৫ সেতু, ৩৫ কালভার্ট নির্মিত / মেরামত করা প্রয়োজন।	LGED বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০ কিমি সড়ক, ১৫ সেতু, ১৫ কালভার্ট এবং মেরামত / নির্মাণ করবে.	২৫ কিমি রাস্তাগুলির দুর্বল অবস্থা রইলো ১০ সেতু এবং ২০ কালভার্টস প্রয়োজন হয়	২৫ কিমি সংস্কার করা হবে। ১০ সেতু ও ২০ কালভার্ট মেরামত / নির্মাণ করা হবে।
স্যানিটেশন	মানুষ সংক্রামক রোগ ভোগা করে ।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	সমস্যা ভোগী বাসিন্দার সংখ্যা আনুমানিক : ১২০০	অপর্যাপ্ত স্যানিটারি ল্যাট্রিন/ ৩০০ স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রয়োজন নিরাপদ পানীয় পানির অভাব / প্রয়োজন ৮০ টি গভীর নলকূপ	ডিপিএইচই ১৫০ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন ৬০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে।	প্রয়োজন১৫০ স্যানিটারি ল্যাট্রিন ২০টি গভীর নলকূপ এর প্রয়োজন	১৫০ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহ করা হবে। ২০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে

নারী উন্নয়ন	নারী কম আয় বা বেকার থাকে	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন.	ক্ষতিগ্রস্ত নারী সংখ্যা আনুমানিক :২৫০ জন	দক্ষ নারীদের ঘাটতি।	১০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দিতে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে	অদক্ষ নারীর সংখ্যা ১৫০ জন	১৫০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হবে
সমাজসেবা	সুবিধাভোগীদের যথাযথভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন.	৯ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু দক্ষ না। ৬ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন।	দক্ষ জনবলের অভাবওজনবল সংকট সমাজসেবা অফিসের নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফার্নিচারের স্বল্পতা।	মন্ত্রনালয় এর কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয় ।	৯ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু দক্ষ না। ৬ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ফার্নিচার প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ সমাজসেবা অফিসের জনবল সংকট দূরীকরণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর এর কাছে চিঠি দিবে। বর্তমানে কর্মরত সমাজসেবা অফিসের মাঠ কর্মী এবং অফিস কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে ওয়েটিং রুম না থাকায় গর্ভবতী মহিলারা প্রচুর সমস্যা পড়েন কমিউনিটি ক্লিনিকে স্তন্যপান করানোর জায়গা	উপজেলা ৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক	১০০০০ জন মহিলা এই সমস্যায় ভুগছেন যারা স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে আসেন	পূর্বে ওয়েটিং রুম এর দরকার হয় নাই, বর্তমানে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া ওয়েটিং রুম প্রয়োজন	চলমান এবং পরিকল্পিত কার্যকলাপ নেই	সমস্যাটি ৮৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে থাকবে	উপজেলা পরিষদ এডিপি থেকে ৮৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়েটিং রুম এবং ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার নির্মাণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবে (৫ বছরে আরও অনুদান এলে এই সমস্যা সমাধান করা হবে)
মাধ্যমিক শিক্ষা	ড্রপআউটের হার মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বেশি	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন.	ড্রপআউট হার ৬০%;	- বাল্য বিবাহ - দারিদ্র্য - সচেতনতার অভাব (পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের)	শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করবে, সচেতনতা-মূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে,	ড্রপআউট হার ৬০% থেকে কমিয়ে ১০% করা হবে	উপজেলা পরিষদ বাকী৩ % জনকে পিতামাতার জন্য অনুপ্রেরণামূলক কর্মশালা, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি (মেধার ভিত্তিতে) স্কুলে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি অর্জনের জন্য কঠোর পর্যবেক্ষণের

কৃষি	উপজেলায় ভুট্টা চাষ বাড়ানো উপজেলায় আলু চাষ বাড়ানো	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পরিস্থিতি খারাপ	উপজেলার কৃষক	অন্যান্য কৃষি পণ্যগুলিতে কম বা কোনও লাভ নয়। কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব অন্যান্য নতুন ফসল / প্রযুক্তির প্রদর্শনীর পর্যাপ্ত ফলাফলের অভাব উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনীর জন্য বরাদ্দের অভাব	সরকারী ভাবে যা পাওয়া যায় তা পর্যাপ্ত নয়	পাঁচ বছর পরে ভুট্টার চাষাবাদ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। চাষ করা জমির উর্বরতা আরও কমে যেতে পারে।	কৃষকদের জন্য ভুট্টা চাষের প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা উচিত। উচ্চমূল্যের নতুন ফসল / প্রযুক্তিগুলিতে, বিশেষত সংকর ভুট্টা, আলুর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। এই উচ্চমূল্যের ফসলের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা

বাজেটের সংক্ষিপ্তসার

	তহবিলের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের প্রক্ষেপণ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম (এডিপি) অনুদান	১২১০০০০০	৬০৫০০০০০
২	বিশেষ কার্যক্রম অনুদান (ইউজিডিপি)	৫০০০০০০	২৫০০০০০০
৩	স্থানীয় সম্পদ আহরণ (গত বছরের রাজস্ব উদ্‌বৃত্ত)	৪৯৭২০০০০	২৪৮৫০০০০০
৪	উপজেলায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ	৩৪৮১৭৫৯৬০	১৭৪০৮৭৯৮০০
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ	৬৫০০০০০০	৩২৫০০০০০০
৬	উপজেলায় এমপির প্রকল্প	১২৫০০০০০	৬২৫০০০০০
৭	এনজিও/সিএসও প্রকল্পসমূহ		
৮	বেসরকারি/ব্যক্তিখাতের প্রকল্পসমূহ		

বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ন)

খাত	পারিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
এলজিইডি	জিডিপি-৩ জিডিপি-৪	সাধারণ এবং পল্লী পরিবহন অবকাঠামো বিশেষত অর্থনীতির অব্যাহত বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যাতে কৃষি ইনপুট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি পরিকল্পনা ২০১০-২০১১ গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নতির অনুঘটক হিসাবে পল্লী অবকাঠামোগত বিকাশকেও চিত্রিত করেছে।	লৌহজং, উপজেলা	২০১৭ – ২১ ২০১৮ – ২২
এলজিইডি	এসএসআরডিপি -২	এটি লক্ষ করা যায় যে, পর্যাপ্ত নিকাশী ব্যবস্থা না থাকার কারণে বন্যা ও বর্ষাকাল পরে কৃষিজমিগুলি দীর্ঘকাল নিমগ্ন থাকে, যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি হয়। অন্যদিকে শুকনো মরসুমে, খরার কারণে কৃষির আবাদ 30% হিসাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, কৃষিক্ষেত্রে উত্পাদনশীলতার উন্নতির ক্ষেত্রে, খাতটি ইতিহাসের ওভার-ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ জলের থেকে ভূগর্ভস্থ জলের দক্ষ ব্যবহারে স্থানান্তরিত করার জরুরি কাজ করেছে these এই অবস্থার আলোকে, জলের টেকসই ব্যবস্থাপনার বিকাশ অপরিহার্য জলাবদ্ধতা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন হ্রাস করার জন্য পর্যাপ্ত জল ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো সরবরাহ করে এবং জল সংরক্ষণ, বাংলাদেশ জল আইন, জাতীয় জল নীতি, জাতীয় জল ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং অংশগ্রহণমূলক জল ব্যবস্থাপনার জন্য দিকনির্দেশনা	লৌহজং, উপজেলা	২০১৬/১৭ থেকে ২০২২/২৩
এলজিইডি	আইআরআইডিপি -২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কৌশল অনুসারে এই প্রকল্পটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ পল্লী সড়ক, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কের কাঠামো (সেতু / কালভার্ট), পল্লী বাজার, নৌকা অবতরণ ঘাট, পল্লী সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত উন্নয়ন কাজগুলি সারা দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে এবং বাজারগুলিতে অ্যাক্সেস উন্নত করবে এবং এভাবে কৃষিক্ষেত্রে উত্পাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের দারিদ্র্য দূরীকরণে সরাসরি সহায়তা করবে।	লৌহজং, উপজেলা	২০১৫/১৬ থেকে ২০২০/২১
এলজিইডি	আইডিজিপিএস	এই প্রকল্পের বাইরে লক্ষ্যগুলি, তালিকাভুক্তির হার বাড়াতে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বাদ পড়ার ঘটনা হ্রাস করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের তালিকাভুক্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা শিশু-বান্ধব বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং শারীরিক সুবিধার উপর নির্ভর করে।	লৌহজং, উপজেলা	২০১৬/১৭ থেকে ২০২২/২৩
এলজিইডি	সিইউএমসিপি	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিস সকল উপজেলায় বিদ্যমান থাকলেও তাদের বেশিরভাগের জরাজীর্ণ অবস্থার স্বল্প বা সীমিত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অন্যদিকে উপজেলা পর্যায়ে বর্তমানে এমন কোনও সংগ্রহশালা পাওয়া যাচ্ছে না যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস শেখার সুযোগ পেতে পারে। তাই নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষিত করতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেক সম্মিলিত ও বাস্তববাদী পদক্ষেপ নিয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপরোক্ত বিবেচনায় মন্ত্রক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধরে রাখতে, নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে এবং মুক্তিজোধদের কল্যাণমূলক কর্মকান্ড প্রচারের লক্ষ্যে সারা দেশে একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে।	লৌহজং, উপজেলা	২০১২/১৩ থেকে ২০২০/২১

খাত	পারিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
এলজিইডি	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	উপজেলায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	লৌহজং, উপজেলা	২০২০/২১
স্বাস্থ্য	ইপিআই	উপজেলা শিশুদের জন্য টিকাদান কর্মসূচি	লৌহজং, উপজেলা	নিয়মিত/চলমান
স্বাস্থ্য	এনসিডি	সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ	লৌহজং, উপজেলা	নিয়মিত/চলমান
স্বাস্থ্য	আমিএমসিআই	শৈশব অসুস্থতা পরিচালনা	লৌহজং, উপজেলা	নিয়মিত/চলমান
স্বাস্থ্য	টিবি	যক্ষ্মার চিকিত্সা এবং নিয়ন্ত্রণ।	লৌহজং, উপজেলা	নিয়মিত/চলমান
পরিবার পরিকল্পনা	এনপিডিএসপি	লক্ষ্যটি হ'ল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস এবং ব্যবহারের উন্নতি করে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য মানসম্পন্ন ও ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।	লৌহজং, উপজেলা	নিয়মিত/চলমান
বন	সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	বনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও গণ বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ইকো সিস্টেম এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনাঞ্চলের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।	লৌহজং, উপজেলা	নিয়মিত/চলমান
ডিপিএইচই	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২ য় এবং তৃতীয় ধাপ) (ক) বিনা মূল্যে ল্যাট্রিন সেট বিতরণ, (খ) পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, (গ) কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলার ৬০% মানুষ স্যানিটেশন সুবিধা পাচ্ছেন।	লৌহজং, উপজেলা	২০১৬/১৭ থেকে ২০২০/২১
ডিপিএইচই	অগ্রাধিকার পুলের জল সরবরাহ প্রকল্পের (এ) গভীর নলকূপের আওতায় বিভিন্ন ধরণের জলের স্থাপনা	প্রকল্প এলাকার ১৫০০ পরিবার নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮/১৯ থেকে ২০২০/২১
ডিপিএইচই	জল সরবরাহ প্রকল্পের (ক) এর অধীনে 8 টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে	প্রকল্প এলাকার ২০০ পরিবার নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬/১৭ থেকে ২০২০/২১
ডিপিএইচই	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ (প্রথম ধাপ)	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৪,০০০ শিক্ষার্থী উন্নততর স্যানিটেশন সুবিধা পাবে।	৪ টি ইউনিয়ন সুবিধা পাবে,	২০১৬/১৭ থেকে ২০২০/২১
ডিপিএইচই	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবারগুলিতে বিনামূল্যে ল্যাট্রিন বিতরণ (২ য় পর্ব)	প্রকল্প এলাকার ১৭৫ পরিবার ফ্রি ল্যাট্রিনের অ্যাক্সেস পাবেন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬/১৭ থেকে ২০২০/২১
ডিপিএইচই	জল সংরক্ষণ ও নিরাপদ জল সরবরাহের জন্য জেলা	এলাকায় জরুরী সময়ে ২৫০ পরিবার নিরাপদ জল ব্যবহারে নিরাপদ থাকবে।	২ টি ইউনিয়ন সুবিধা পাবে,	২০১৭/১৮ থেকে ২০২০/২১

খাত	পারিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
	পরিষদের পুকুর / দিঘি / জলাশয়ের পুনর্গঠন / সংস্কার প্রকল্প			
সমবায়	আশ্রয়ণ প্রকল্প।	ভূমিহীন ও দরিদ্র লোকেরা থাকার ও কাজের জায়গা পাবে।	৩ টি ইউনিয়ন সুবিধা পাবে,	নিয়মিতচলমান /
কৃষি	কৃষির উন্নতমানের জন্য ধানের বীজ / গম / পাট বীজ উত্পাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	উন্নতমানের উত্পাদন, উন্নত মানের জন্য বিভিন্ন ধরণের বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯/২০ থেকে ৫ বছর
কৃষি	কৃষিক্ষেত্রে উন্নত মানের জন্য ডাল / তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	উন্নতমানের উত্পাদন, উন্নত মানের জন্য বিভিন্ন ধরণের বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮/১৯ থেকে ৫ বছর
কৃষি	সমন্বিত কৃষি বিকাশের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করা	সমন্বিত কৃষি বিকাশের মাধ্যমে উপজেলার কৃষকদের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬/১৭ থেকে ৫ বছর
কৃষি	জল ব্যবস্থাপনার উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে ফসলের বৃদ্ধি	উন্নত জল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি দ্বারা ফসলের বৃদ্ধি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮/১৯ থেকে ৫ বছর
কৃষি	এনএটিপি ২-	কৃষিক্ষেত্রের জন্য কৃষি প্রযুক্তি জেনারেশন বৃদ্ধি, শস্য বিকাশকে সমর্থন, ফিশারি উন্নয়নে সহায়তা, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা, প্রকল্প পরিচালনা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬/১৭ থেকে ৫ বছর
মৎস্য	এনএটিপি মেগা প্রকল্প) ২-	কৃষিক্ষেত্রের জন্য কৃষি প্রযুক্তি জেনারেশন বৃদ্ধি, শস্য বিকাশকে সমর্থন, ফিশারি উন্নয়নে সহায়তা, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা, প্রকল্প পরিচালনা ৩২০ নিবন্ধিত কৃষক।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬/১৭ থেকে ৫ বছর
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে ফিশারি ফার্মিং টেকনোলজি সার্ভিসেস এক্সটেনশন প্রকল্প	ইউনিয়ন পর্যায়ে ফিশ ফার্মিং প্রযুক্তি পরিষেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং জেলেদের জীবনমান বাড়ানো	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	২০১৫/১৬ থেকে ২০২০/২১
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষা অনুচ্ছেদ প্রকল্প	প্রথম বয়সের স্কুলে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উত্সাহিত করুন, স্কুল ছাড়বেন না। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ক্লাস ১-৫	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
প্রাথমিক শিক্ষা	পিইডিপি-৪	প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্যগুলি- (i) উন্নত শিক্ষার ফলাফল (ii) সর্বজনীন অংশগ্রহণ এবং সমাপ্তি, (iii) বৈষম্য হ্রাস, (iv) বিকেন্দ্রীকরণ, (v) বাজেট বরাদ্দের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, এবং (vi) প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও পরিচালনা। এই অঞ্চলগুলিতে ফলাফলগুলি উনিশটি সাব-উপাদানগুলির ক্রিয়াকলাপ এবং আউটপুটগুলির মাধ্যমে অর্জন করা হবে। আরবিএম একটি নমনীয় মডেল; কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য পরিকল্পনাগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন ক্লাস ১-৫	২০১৮/১৯ থেকে চলমান
মাধ্যমিক শিক্ষা	এসইডিপি (মেগা প্রকল্প)	তানজানিয়া প্রজাতন্ত্রের সরকার দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (এসইডিপি) প্রকল্প সংস্কারকে সমর্থন করে। এসইডিপিটির লক্ষ্য: (১) মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন প্রাসঙ্গিক অনুপাতের অনুপাত বাড়ানো, (২) শিক্ষার্থীদের বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার ফলাফল উন্নত করা এবং (৩) জন প্রশাসনকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করে। যাতে ইক্যুইটি সহ তালিকাভুক্তি প্রসারিত হয়। এসইডিপি এর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: (ক) সম্পদের আরও দক্ষ ব্যবহার করা, (খ) মূলত নিম্নাঞ্চলিত অঞ্চলে স্কুল এবং সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন অনুদান সরবরাহ করা,	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭/১৮ থেকে চলমান

খাত	পারিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		(গ) শিক্ষকের সরবরাহ সম্প্রসারণ, (ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নিম্ন গৃহস্থালি ব্যয় এবং সম্প্রসারণ দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কার্যক্রম এবং (ঙ) বেসরকারী খাতের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানো। মানের উন্নতির প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে: (ক) পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার সংস্কার, (খ) বিদ্যালয়ে ক্যাপশন অনুদানের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠদানের উপকরণের ব্যবস্থা এবং (গ) পেশাদারদের জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠার সাথে প্রাক-পরিষেবা শিক্ষক প্রশিক্ষণে গুণগতমানের উন্নতি ইন-সার্ভিস শিক্ষক বিকাশ। এসইডিপি-তে ক্লাস 6-10 থেকে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিও অন্তর্ভুক্ত		
মাধ্যমিক শিক্ষা	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প	নিয়মিতভাবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
মাধ্যমিক শিক্ষা	অনার্স স্তরের শিক্ষার্থীদের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্টিপুলেশন।	অনার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
মহিলা বিষয়ক	স্যানিটেশন প্রকল্প	স্কুলের মেয়েদের স্যানিটেশন সম্পর্কে অবহিত করুন। তাদের "কৈশোরে" ক্লাস ৬ – ১০ থেকে শুরু করা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ২টি স্কুল।	২০১৮/১৯ থেকে ২ বছর
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি প্রকল্প	ছোট ব্যবসায়ের জন্য সীমাবদ্ধ তহবিল। বয়স ২৫ -৪৯,	উপজেলা থেকে ২৫ - ৪৯ বছর বয়সী মহিলা	চলমান.
মহিলা বিষয়ক	মাতৃত্বকালীন ভাতা	গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রসূতি ভাতা। বয়স ১৮-৪৫	১৪১৬ জন উপজেলা।	২০০৭ থেকে চলমান.
মহিলা বিষয়ক	সমবায় নিবন্ধন অনুদান /	স্বকর্মসংস্থানের জন্য।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০০৫ থেকে চলমান
মহিলা বিষয়ক	আমিজিএ	বিভিন্ন ধরণের ট্রেড প্রশিক্ষণ।বয়স গ্রুপ১৭-৩৫	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ থেকে ৫ বছর
মহিলা বিষয়ক	আইনের দ্বারা নিপীড়িত মহিলাদের সমর্থন	আইনের দ্বারা নিপীড়িত মহিলাকে সমর্থন করন। কোনও বয়সের সীমা নেই।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০০১-২ চলমান
পিআইও	টিআর প্রকল্প	দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়ে ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ। যারা দারিদ্র সীমার নিচে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
পিআইও	কাবিখা	কাজের জন্য খাবার, বন্যার সময় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সময়	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
পিআইও	হত দরিদ্র প্রকল্প	দরিদ্র জনগণের সাথে রাস্তাঘাট নির্মাণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
পিআইও	ভিজিএফ প্রকল্প	প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় দারিদ্র্যের নীচে। উৎসব চলাকালীন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	দুর্যোগ কালিন সময়
পিআইও	এইচবিবি প্রকল্প	দরিদ্র লোকদের,যাদের কাজ নেই তাদের দারা এইচবিবি রাস্তা তৈরি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
যুব উন্নয়ন	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম	মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
সমাজসেবা	ভিজিডি প্রকল্প	ছোট ব্যবসায়ের জন্য সীমাবদ্ধ তহবিল। বয়স ২৫-৪৫,	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
সমাজসেবা	মাতৃত্বকালীন ভাতা	গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা। বয়স গ্রুপ-১৮-৪৫	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
সমাজসেবা	সমবায় নিবন্ধন /অনুদান	স্ব. কর্মসংস্থানের জন্য।- বয়স ২৫-৪৫,	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
সমাজসেবা	আইজিএ	বিভিন্ন ধরণের ট্রেড প্রশিক্ষণ।বয়স ১৭-৩৫	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান

খাত	পারিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
সমাজসেবা	সমবায় ঋণ	সমবায়ি দের ঋণ বিতরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
প্রাণী সম্পদ	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	উপজেলায় ভাল ও স্বাস্থ্যকর মহিষের বিকাশ করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ পরবর্তী ৩ বছর
বিআরডিবি	সংহত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (IPAP)	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস করন।	উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	চলমান
বিআরডিবি	ইনসোলভেন্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের নির্ভরশীল প্রশিক্ষণ এবং স্ব-কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম (এফএফ)	বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ের প্রশিক্ষণ এবং উপজেলার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য তহবিল প্রদান করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ চলমান
এমপি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ				
		প্রযোজ্য নহে		
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (সমস্ত ইউনিয়নর উন্নয়ন টিএলডি দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
		উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ সময়কালে।		
এনজিও এবং সিএসওর প্রকল্পসমূহ				
		প্রযোজ্য নহে		
শিল্প বাণিজ্য উদ্যোক্তা /				
		প্রযোজ্য নহে		
অন্যান্য প্রকল্প উন্নয়ন প্রোগ্রাম /				
		প্রযোজ্য নহে		

পঞ্চ-বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করার পূর্বে উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিমত এবং সরকারী কর্মকর্তাদের (বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে পঞ্চ বার্ষিক কর্ম- পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনাটি তৈরির উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা, পরিকল্পনার রুপরেখা নিম্নরূপঃ

প্রত্যাশা

উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন, উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে দিনযাপন করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় এদের প্রবেশাধিকার সীমিত। গজারিয়া উপজেলার জনসাধারণের অবস্থাও সারা দেশের জনাসাধারণের অবস্থা হতে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগণের দারিদ্রতা হ্রাসকরণ মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গজারিয়া উপজেলা পরিষদেও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারে ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, শস্য, প্রাণী সম্পদের উৎস ইত্যাদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ সৃজন এবং তা গ্রহণে এলাকার জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

রূপরেখা নির্ধারণ

উপজেলার নাম	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরণী
লৌহজং,	উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন, উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, লিঙ্গাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জণ।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার

ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচক

লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
ছাত্ররা স্কুলে যেতে আগ্রহী হবে	শিক্ষা	২৫ টি স্কুল ভবন নির্মাণ করা হবে। ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান ২০ কিমি সড়ক মেরামত হবে।	উপস্থিতি হার ৩০% থেকে ৭০% বৃদ্ধি হবে
উপজেলা জনগণের জন্য সহজ যোগাযোগ হবে।	যোগাযোগ	২৫ কিমি সড়ক মেরামত করা হবে। ১০ টি সেতু ও ২০ টি কালভার্ট মেরামত করা হবে।	২৫ কিমি সড়ক সম্পূর্ণ মেরামত , ১০ টি সেতু ও ২০ টি কালভার্ট ব্যবহার উপযোগী হবে।
মানুষ সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত হবে	স্যানিটেশন	১৫০ স্যানিটারি ল্যাট্রিন / উপকরণ বিতরণ ২০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন	সংক্রামক রোগ দ্বারা সৃষ্ট রোগীদের সংখ্যা ৭৫% থেকে ২৫% হ্রাস পাবে ।
নারী দক্ষ ও স্ব-নিযুক্ত হবে	নারী উন্নয়ন	১৫০ মহিলাদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	দক্ষ ও স্ব-কর্মী নারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার

পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্থ বছর: ২০২২/২৩ থেকে ২০২৬/২৭

কর্মসূচির বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচী						বিনিয়োগ	
ট্যাগ নং	কর্মসূচির নাম (programme)	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস
							১	২	৩	৪	৫			
১	রাস্তা মাটি ভরাট, সলিংকরন, আরসিসি ও এইচ.বি.বি দ্বারা সংযোগ সড়ক নির্মাণ / উন্নয়ন।	ইউনিয়ন রাস্তা	মাটি ভরাট- ২৫ কিমি সলিংকরন- ৩০ কিমি আরসিসি- ১৫ কিমি এইচ.বি.বি- ৩৭ কিমি	উপাজিলাবাসীর	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়নে						উপাজিলা প্রকৌশলী অফিস	৩,০০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
২	সেতু, কাঠের পুল ও কালভার্ট মেরামত/ নির্মাণ	উপাজিলাবাসীর যাতায়াত বাবস্থা সহজতর করা ।	কাঠের পুল - ১ টি সেতুঃ ১০ টি কালভার্ট - ২০ টি মেরামত করা হবে।	উপাজিলাবাসীর	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়নে						উপাজিলা প্রকৌশলী অফিস	১,০০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
৩	রাস্তায় প্রোটেকশন ওয়াল, ড্রেন, গাইড ওয়াল নির্মাণ।	পানি নিষ্কাষন ও রাস্তার পাড় ভেঙ্গে পড়া রোধ	ড্রেন- ১০ কিমি প্রোটেকশন ওয়াল-৯ কিমি	উপাজিলাবাসীর	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়নে						উপাজিলা প্রকৌশলী অফিস	৩০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
৪	বস্তুগত অবকাঠামো (ঘাটলা, সেড) নির্মাণ	ঘাটলা ও সেড	ঘাটলা- ১৫ টি সেড- ৫ টি	উপাজিলাবাসীর	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়নে						উপাজিলা প্রকৌশলী অফিস	৫০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
৫	এপ্রোচে গাইড ওয়াল।	এপ্রোচে গাইড ওয়াল উন্নয়ন	গাইড ওয়াল -১৭ কিমি	উপাজিলাবাসীর	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়নে						উপাজিলা প্রকৌশলী অফিস	২০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল

৬	খেলার মাঠ সংস্কার, বাউন্দারী ওয়াল নির্মাণ।	খেলার মাঠ সংস্কার ও সীমানা ওয়াল নির্মাণ।	খেলার মাঠ- ১২ টি সীমানা ওয়াল-১৮টি	উপাজিলাবাসীর	শিক্ষা	সকল ইউনিয়নে						প্রথমিক শিক্ষা অফিস ও উপাজিলা প্রকৌশলী	২০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
৭	ডিজিটাল হাজিরা ও ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সরবারাহ	হাজিরা নিশ্চিতকরণ	ডিজিটাল হাজিরা-১৬ টি	উপাজিলাবাসীর	শিক্ষা	সকল ইউনিয়নে						প্রথমিক শিক্ষা অফিস	২০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
৮	বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ নির্মাণ, দরজা / জানালা সংস্কার	শ্রেনিকক্ষ, বেঞ্চ সীমানা দেয়াল, গেইট, ইত্যাদি	শ্রেনিকক্ষ – ১৯ টি বেঞ্চ- ১২০০ টি	উপাজিলাবাসীর	শিক্ষা	সকল ইউনিয়নে						প্রথমিক শিক্ষা অফিস ও উপাজিলা প্রকৌশলী	২০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
৯	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সেট বিতরণ ও সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ	আইসিটি বেইজড লেকচার তৈরীর নিমিত্তে বিতরণ	প্রজেক্টর- ১৬ টি	উপাজিলাবাসীর	মাধ্যমিক শিক্ষা	সকল ইউনিয়নে						মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৪,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১০	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নয়ন	ওয়েটিং রুম ও ঔষধ সরবরাহ	ওয়েটিং রুম-৮ টি ঔষধ- পরিমান মত	উপাজিলাবাসীর	স্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প	৩০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, সরবরাহ	নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ	ঔষধ সরবরাহ- পরিমান মত	উপাজিলাবাসীর	স্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়নে						স্বাস্থ্য অফিস ও উপাজিলা প্রকৌশলী	৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১২	দুস্থ মহিলা ও হতদরিদ্রদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন করবে।	দুস্থ মহিলা ও হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান	সেলাইমেশিন- ২৫০ টি	উপাজিলাবাসীর	নারী উন্নয়ন	সকল ইউনিয়নে						যুব ও মহিলা বিষয়ক অফিস	২৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১৩	আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মক্ষম বেকার নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ- ৪৫০ জন	উপাজিলাবাসীর	নারী উন্নয়ন	সকল ইউনিয়নে						যুব ও মহিলা বিষয়ক অফিস	৯৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১৪	খাচায় মাছ চাষ	মৎস্য বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	প্রশিক্ষণ- ১২০০ জন	উপাজিলাবাসীর	মৎস্য	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা মৎস্য অফিস	২৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল

১৫	ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র বিতরণ ও বীজ সরবরাহ	কৃষকদের মাঝে ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র বিতরণ	ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র-১২০ টি	উপাজিলাবাসীর	কৃষি	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা কৃষি অফিস	৩০,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১৬	দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রাণি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	প্রশিক্ষণ- ২৫০০ জন	উপাজিলাবাসীর	প্রাণিসম্পদ	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	৩৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১৭	টার্কি মুরগীর সম্প্রসারনের	প্রাণি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	প্রশিক্ষণ- ১০০ জন	উপাজিলাবাসীর	প্রাণিসম্পদ	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১৮	ভ্যাকসিন (প্রাণী) সরবরাহ	প্রাণির বিভিন্ন রোগের টিকা,	ভ্যাকসিন- পরিমান মত	উপাজিলাবাসীর	প্রাণিসম্পদ	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
১৯	বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু হৃষ্টপুস্ট করণ	প্রাণি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	প্রশিক্ষণ- ১৫০ জন	উপাজিলাবাসীর	প্রাণিসম্পদ	সকল ইউনিয়নে						উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	৪৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
২০	গভীর নলকূপ স্থাপন	আর্সেনিকপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি নিশ্চিত করা	গভীর নলকূপ- ১১৫ টি	উপাজিলাবাসীর	জনস্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়নে						জনস্বাস্থ্য অফিস	১,৫৫,০০,০০০	এডিপি ও উপজেলার নিজস্ব তহবিল
২১	মিনি পার্ক নির্মাণ।	বিনোদন কেন্দ্র	মিনি পার্ক- ৯ টি	উপাজিলাবাসীর	বিবিধ	উপজেলা পরিষদ						উপাজিলা প্রকৌশলী অফিস	১,০০,০০,০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার

পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন ফরম্যাট

	FYP/AP Goal বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	Sector খাত	FYP/AP Objective (Activity) উদ্দেশ্য	Target indicator পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট	Actual Accomplishment প্রকৃত অর্জন	FYP/AP Project title প্রকল্পের শিরোনাম	Achievements to date অগ্রগতি	Budget/ Total disbursement to date (%)(Taka) প্রাক্কলিত ব্যয়